বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়নে জোর দেওয়া প্রয়োজন

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশিত: ১৯:৪৪, ৪ মার্চ ২০২৫

Now Playing
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤਿਆਂ
X

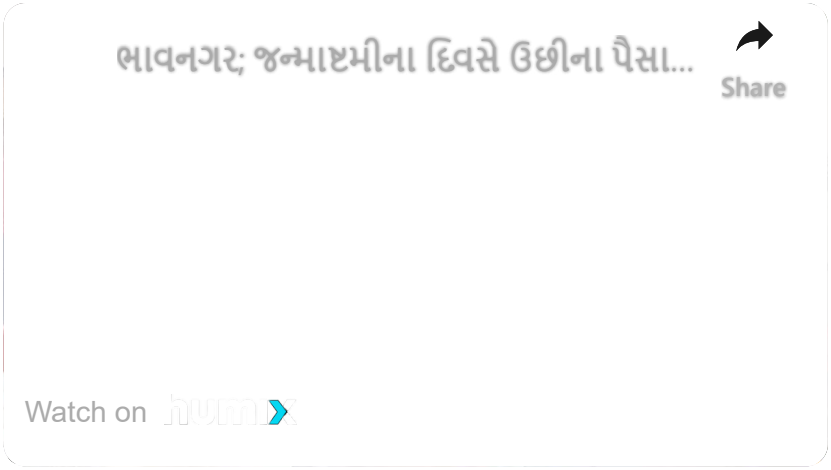

ભાવનગર; જન્માષ્ટમીના દિવસે ઉછીના પૈસા...

Share

Watch on

ભાવનગર; જન્માષ્ટમીના દિવસે ઉછીના પૈસાની નાં પાડતા મિત્રએ મિત્રનું ઢીમ ઢાળી દીધુંઆરોપી ઝડપાયો

দিলীপ কুমার বড়ুয়া

ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি জাপানের আইচি গাকুইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন এবং জাপান সরকারের জেএসপিএস স্কলারশিপে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা সমাপ্ত করেন।

ড. বড়ুয়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। দিলীপ কুমার কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির সামগ্রিক পরিস্থিতিসহ উচ্চশিক্ষার নানা সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে তিনি দৈনিক জনকণ্ঠের সাথে কথা বলেছেন।

X

×

দৈনিক জনকণ্ঠ: কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন। নতুন বাংলাদেশ পরবর্তী সময়ে এই দায়িত্ব পেলেন, আপনার প্রতিক্রিয়া বলবেন কি?

দিলীপ কুমার বড়ুয়া: দেখুন,আন্দোলনের ফসল হচ্ছি আমরা।আমাকে বিশ্বাস করে সরকার এই দায়িত্ব দিয়েছে । আমি বিশ্বাস করি, সবার সহযোগিতা পেলে নিখুঁতভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবো।

দৈনিক জনকণ্ঠ: আপনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য। কি কি চ্যালেঞ্জ দেখছেন? অবকাঠামোগত উন্নয়ন কতটুকু হলো?

দিলীপ কুমার বড়ুয়া: দুঃখজনক হলেও সত্যি যে প্রতিষ্ঠার বেশ কয়েক বছর পার হওয়া সত্ত্বেও এখনও আমাদের ভূমি অধিগ্রহণ হয়নি।পূর্ববর্তী উপাচার্যের অসম্পূর্ণ কাজ আমার উপর এসে পড়েছে।আমি এটাকে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছি। আবার অধিগ্রহণ পরবর্তী সময়ের কাজ হলো অবকাঠামোর দিকে হাত দেয়া।
সময় লাগবে।আমরা এখন গুরুদয়াল সরকারি কলেজের ভবন ব্যবহার
আমি একাডেমিক ব্যবস্থাপনা অনেকটা গুছিয়ে আনতে পারলেও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি। তাই সেখানে স্বচ্ছতা আনতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কেননা ফ্যাসিস্টদের দোসররা নানা জায়গায় বসে আছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ: আজকাল শিক্ষার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রমকে বেশ গুরুত্ব দেয়া হয়।আপনার এখানে শিক্ষার্থীরা কেমন সুযোগ পাচ্ছে?

দিলীপ কুমার বড়ুয়া: আমাদের এখানে মাত্র চারটা বিভাগের ক্লাস চলছে।আপনি জেনে থাকবেন সিএসসির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ভালো করছে।
শিক্ষার্থীরা ডিবেটের সাথেও জড়িত।তাছাড়া
ব্ল্যাড ব্যাংক,পথশিশুদের বিনা পয়সায় পড়ানো, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মধ্যে শীতকালীন কাপড় বিতরণ ও রোভার স্কাউটের সাথেও তারা নিবিড়ভাবে যুক্ত। এসব সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে নিতে স্থানীয় লোকজনের সহজেই সমর্থন পাওয়া সম্ভব। সেজন্য তাদের আমি সার্বিক দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছি।

দৈনিক জনকণ্ঠ: দেশে বহু উচ্চ শিক্ষিত বেকার থাকা সত্ত্বেও নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হয়েছিলো।বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

x

দিলীপ কুমার বড়ুয়া: এগুলো আসলে অপরিকল্পিত উপায়ে করা হয়েছে। আমাদের দেশের মতো দরিদ্র দেশে এত বিশ্ববিদ্যালয় কতটুকু দরকার আছে-সেটা নিয়ে আমি

ভাবি। কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ও সিরাজগঞ্জের রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে আড়াই ঘণ্টার দূরত্ব। অন্যদিকে চাঁদপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও নোয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দেড় ঘণ্টার দূরত্ব ব্যবধান। এগুলো করার অন্যতম কারণ ছিল গণঅভ্যুত্থানে পরাজিত ফ্যাসিস্ট দলটির লোকজনের দুর্নীতির রাস্তাকে সুগম করা। ভূমি অধিগ্রহণ ভয়াবহ দুর্নীতি ও নিয়োগ বাণিজ্য করে বহু অর্থ লুটপাট করা ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। আমি মনে করি আমাদের মতো দরিদ্র দেশে এত বিশ্ববিদ্যালয় দরকার ছিলো না। বরং বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মান উন্নয়নে জোর দেয়ার দরকার ছিলো।

দৈনিক জনকণ্ঠ: ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সংস্কার যুগ পার করছে। আপনি কি কি সংস্কার পরিকল্পনা নিতে যাচ্ছেন?

দিলীপ কুমার বড়ুয়া: একাডেমিক ও প্রশাসনিকভাবে আমি স্বচ্ছতা আনতে চাই।বলে রাখা ভালো শিক্ষক নিয়োগে আমি কোনো আপোষ করবো না। কর্মকর্তা ও কর্মচারী দক্ষতা অনুযায়ী নিয়োগ দেয়া হবে। এজন্য আমি স্থানীয় সকলের সহায়তা কামনা করি। তা না হলে আমাদের গণঅভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যাবে।আমাদের অনেক বিপ্লব হয়েছে কিন্তু কোনোটারই ফসল আমরা ঘরে আনতে পারিনি। আমরা ব্যর্থ হলে যে আগের বাংলাদেশ ছিলো সে বাংলাদেশে ফেরত যাবো। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অনেকে ন্যায়ের জন্য জীবন দিয়েছেন। শহিদদের রক্ত বৃথা যেতে দেয়া যাবে না।আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারলে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন দেখছি,তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

×

দৈনিক জনকণ্ঠ: আপনাকে ধন্যবাদ

দিলীপ কুমার বড়ুয়া: ধন্যবাদ আপনাদেরকেও।জনকণ্ঠের পাঠকদের মাহে রমজানের শুভেচ্ছা।

---

x